একাডেমিক ও সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম

১। বৎসরের শুরুতে একটি বার্ষিক কার্যক্রমের তালিকা ও রুটিন প্রস্তুত করা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিতরনের ব্যবস্থা নেওয়া।

(ক) প্রয়োজনে প্রত্যেক শিক্ষকের প্রতিটি কর্মদিবসে ক্লাশের ব্যবস্থা রেখে রুটিন প্রণয়ন করা।

(খ) পূর্বানুমতি ছাড়া কোন শিক্ষক কর্তৃক ক্লাশ পরিবর্তন করা যাবেনা।

(গ) নিম্নরূপভাবে রুটিন ক্লাশ বন্টনের ব্যবস্থা রাখা ঃ-

কলেজ ও সমমানের মাদ্রাসা		স্কুল/সমমানের মাদ্রাসা	
পদের নাম	বন্টনকৃত ক্লাশের সংখ্যা	পদের নাম	বন্টনকৃত ক্লাশের সংখ্যা
অধ্যক্ষ	০৬	প্রধান শিক্ষক/সুপার	০৬
উপাধ্যক্ষ	০৯	সহপ্রধান/সহসুপার	১৮
অধ্যাপক	১৪	সহকারী শিক্ষক/ সহমৌঃ	২৬
সহযোগী অধ্যাপক	১৬		
সহকারী অধ্যাপক	১৮		
প্রভাষক	২৪		
ডেমোনেস্ট্রেটর	২৪		

শিক্ষকবৃন্দকে তার বিষয়ের নিজস্ব **Lesson plan** প্রস্তুত করে শিক্ষার্থীকে জানানোর নির্দেশ দেওয়া।

শিক্ষকের পাঠদান মুল্যায়ন করার জন্য শ্রেণী কক্ষ পরিদর্শন করা। মুল্যায়নের আলোকে তিরস্কার বা পুরস্কারের ব্যবস্থা করা। শিক্ষক মন্ডলীর কার্যক্রম সার্বিক মুল্যায়ন করার জন্য মুল্যায়ন প্রতিবেদন রাখা। ছাত্র/ছাত্রীর নিকট থেকে শিক্ষক সম্বন্ধে গোপনীয় অভিমত রাখা। তিনমাস পর পর বিভাগ বিষয় ওয়ারী বসে আলোচনার মাধ্যমে বিভাগের ক্রুটিগুলো দুরকরার ব্যবস্থা করা।

বছরে একবার বা দুইবার ক্ষেত্র **Identify** করে যেমন ঃ পাঠদান পদ্ধতি, শৃংখলা বোধ, রুটিসম্মন্ধীয়, বিধি বিধান সহযোগিতা বোধ জাগ্রত করার জন্য সফল শিক্ষক দ্বারা বা বাহির থেকে অতিথি **resource person** দ্বারা **orientation** ক্লাশের ব্যবস্থা করা।

পরীক্ষাগুলো সঠিকভাবে গ্রহণের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া এবং ফলাফল যথা সময়ে সন্নিবেশ করে ছাত্র/ছাত্রীদের মূল্যবোধ সচেতন করার জন্য অভিভাবকের সাহায্য নেওয়া। প্রত্যেক পরীক্ষার পর অভিভাবকের সম্মুখে ফলাফল প্রকাশ করা কিংবা নোটিশ বোর্ডে টানিয়ে দেওয়া।

প্রত্যেক ছাত্রর ব্যক্তিগত ফাইল রিপোর্ট কার্ড রাখা। এই ফাইল রিপোর্ট কার্ডে ফটোসহ পরীক্ষার ফলাফল, তার আচরন সম্বন্ধীয়, সহ পাঠক্রমের অংশ গ্রহনের বিষয়, অনুপস্থিতির কারণপত্র ইত্যাদি থাকবে।।

পিছিয়ে পড়া ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের সার্বিক উন্নতির ব্যবস্থা করা। এই আলোকে প্রত্যেক শ্রেণীকে মেধা অনুসারে তিন অংশে বিভক্ত করা এবং সেই মোতাবেক যত্ন নেওয়া। ছাত্র/ছাত্রীদের শিক্ষার মান নিরুপনের জন্য পরীবিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা।

প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত নিজস্ব প্রশ্ন পত্রে অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা নেওয়া।

সহপাঠ্যসূচী গুলো যাতে নিয়মিত চালু থাকে তার প্রতি নজর রাখা। যেমন- খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক বিষয়াদি, ডিবেট, আবৃত্তি, গান, বক্তৃতা, স্কাউটিং, রেড ক্রিসেন্ট ভলান্টিয়ার, রোভার স্কাউট, BNCC, গার্লস গাইড, গার্লস ইন স্কাউটিং ইত্যাদি।

বানু ২৫।৫।৯৮

(প্রফেসর ডঃ হামিদা বানু)
মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা।

...৩১৫(EMIS,RDNGSSP) DSH